দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 9 APR 2003
পৃষ্ঠা ... ২৪ ... ২

বাকৃবি প্রশাসন ভবনে তালা ॥ প্রক্টরের পদত্যাগ

সাংবাদিকদের হুমকি দিয়েছে ছাত্রদল ক্যাডাররা ॥ আজ সিন্ডিকেটের জরুরী বৈঠক

বাকৃবি সংবাদদাতা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা ৮ এপ্রিল মঙ্গলবার তাদের বর্ধিত সেমিস্টার ফী প্রত্যাহারের দাবিতে ২ ঘণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবন তালাবদ্ধ করে রাখে। ভাংচুরের ঘটনার পর বাকৃবির প্রক্টর পদত্যাগ করেছেন। গুরুতর আহত দুই ছাত্রের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এদিকে ছাত্রদল ক্যাডার বাকৃবিতে কর্মরত সাংবাদিকদের বিভিন্নভাবে হুমকি দিচ্ছে।

গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরীভাবে ডাকা একাডেমিক কাউন্সিলের ফলাফলের পর ক্যাম্পাসে ব্যাপক ভাংচুর ও ছাত্রছাত্রী আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। ভিসি প্রফেসর মু. মুস্তাফিজুর রহমান শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিলেও তারা তা অগ্রাহ্য করে। মঙ্গলবার সকাল ৯টায় তারা প্রশাসন ভবনের সামনে অবস্থান নেয়। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ওই সময়ে সেখানে তালা ঝুলিয়ে দেয়। প্রশাসন ভবনের সামনে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ভিড় করে। এ সময় শিক্ষার্থীরা প্রশাসনবিরোধী স্লোগান দেয়। ১১টার দিকে প্রশাসন কর্তৃপক্ষ থেকে বলা হয়, আগামী সিন্ডিকেট মিটিংয়ের পর তাদের লিখিত ডকুমেন্ট দেয়া হবে। এ সময় শিক্ষার্থীরা তালা খুলে দিলেও ক্লাস পরীক্ষা সিন্ডিকেট সভা পর্যন্ত বর্জন করার ঘোষণা দেয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, আজ বুধবার বিকালে জরুরীভিত্তিতে সিন্ডিকেটের বৈঠক বসবে। সোমবার ক্যাম্পাসে ব্যাপক ভাংচুরের সময় থেকেই প্রক্টর প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম ক্যাম্পাস থেকে চলে যান। ওই দিন রাত ৮টায় তাঁর পদত্যাগের গুঞ্জন শোনা গেলেও মঙ্গলবার সকালে তিনি ভিসি বরাবর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন।

ছাত্রছাত্রীরা জনকণ্ঠকে জানায়, তাদের আন্দোলন ঘোলাটে আকার ধারণ করছে। প্রয়োজনের সময় তারা ক্যাম্পাসে কোন প্রশাসনিক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের খুঁজে পায় না। মঙ্গলবার ভিসি, ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা এবং প্রক্টর অফিসে আসেননি। এদিকে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত শামীম আহমেদ রনি (কৃষি অনুষদ-৩য় বর্ষ) ও শাহীনুল ইসলাম (ভেটেরিনারি-১ম বর্ষ) গুরুতর অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তাদের দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ক্যাম্পাসে ব্যাপক ভাংচুরের ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশ করায় ছাত্রদল ক্যাডার ও সাবেক ছাত্রনেতা বলে দাবিদার রফিক যুগান্তরের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জাহেদুল আলম রুবেল এবং ইত্তেফাক প্রতিনিধি ও সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন রনিসহ বাকৃবিতে কর্মরত সাংবাদিকদের হুমকি দেয়। উক্ত হুমকির প্রতিবাদে খোদ ছাত্রদল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নিন্দা জানিয়েছে। জানা গেছে, উক্ত ক্যাডার [illegible] সাবেক সভাপতি ছিল।